শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১৬

ভূমিকা

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি। এরূপ জনশক্তিই উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বর্তমান ধারায় বিশেষত: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উপযুক্ত গবেষণা চর্চা না থাকায় দ্রুত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এ ধারা অব্যাহত থাকলে উন্নত প্রযুক্তি এবং জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে কাঙ্খিত লক্ষ্য ও অগ্রগতি অর্জন বিলম্বিত হবে। এ অবস্থা নিরসনকল্পে উচ্চতর গবেষণা খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানসম্পন্ন বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানী গড়ে তোলার মাধ্যমে সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ উচ্চতর গবেষণা পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তির আহরণ, উদ্ভাবন এবং প্রয়োগের বিস্তৃতি সাধন করা এবং তা ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানো;

২.২ সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, অনুশীলন ও প্রায়োগিক দক্ষতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানী গড়ে তোলা;

২.৩ দেশজ সম্পদ ও মেধার অধিকতর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত করা;

২.৪ পরিবেশ অনুকূল উৎপাদন সংস্কৃতি গড়ার বৈশ্বিক আন্দোলনে (যেমন-বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ মোকাবেলা) বাংলাদেশের সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা;

২.৫ মৌলিক ও ফলিত গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়া;

২.৬ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে গবেষণা সংস্কৃতিকে অব্যাহতভাবে চালু রাখা।

৩.০ গবেষণা অধিক্ষেত্র

৩.১ গাণিতিক বিজ্ঞান (Mathematical Sciences);

৩.২ জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞান (Life Sciences);

৩.৩ ভৌত বিজ্ঞান (Physical Sciences);

৩.৪ সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science);

৩.৫ আইসিটি (ICT) ;

৩.৬ মেরিন সাইন্স (Marine Science) ;

৩.৭ Sustainable Development Goals (SDGs) এবং ৭ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক গবেষণা।

৪.০ গবেষণা সহায়তার আওতা

৪.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ, বিশেষায়িত, কারিগরি, কৃষি এবং চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন স্নাতকোত্তর কলেজসমূহ এই সহায়তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে;

৪.২ সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী যারা গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত আছেন অথবা গবেষণা কর্ম করতে আগ্রহী তারাও এ গবেষণার আওতাভুক্ত বলে গণ্য হবে।

৫.০ গবেষণা সহায়তা প্রাপ্তির শর্ত

৫.১ মানসম্পন্ন দেশী,বিদেশী জার্নালে প্রকাশনা এবং গবেষণায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে ;

৫.২ আবেদনকারী গবেষক টীম/ গবেষক যাঁর আন্তর্জাতিক/জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ ওয়ার্কশপে প্রবন্ধ উপস্থাপনা বা অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন আবেদনকারী প্রাধান্য পাবেন;

৫.৩ ন্যূনতম গবেষণা অবকাঠামো, চলমান গবেষণা সংখ্যা, গবেষণা প্রকাশনা এবং গবেষণা কর্মকান্ডে বৈদেশিক সংযোগের মান সন্তোষজনক প্রতীয়মান হতে হবে;

৫.৪ গবেষণার বিষয়বস্তু দেশে প্রয়োগ উপযোগী ও সময়ের প্রেক্ষাপটে জাতীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

৫.৫ গবেষণার বিষয়ে ইতোমধ্যে সাফল্য/ নির্ভরযোগ্যতা/ আশাব্যঞ্জক বুৎপত্তি (Achievement) অর্জন করেছেন এমন আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

৫.৬ আবেদনকারীকে তার জানামতে তিনজন বিশেষজ্ঞের নাম (রেফারি হিসেবে) উল্লেখ করতে হবে।

৬.০ প্রকল্পের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি ও প্রকল্প প্রস্তাবের শর্তাবলি

৬.১ বছরের যে কোন সময়ে অন-লাইনে গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এ বিষয়ে পত্রিকায় কোন বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে না। প্রকল্পের জন্য বর্ণিত ওয়েব সাইটে বিস্তারিত তথ্য/উপাত্ত পাওয়া যাবে www.banbeis.gov.bd/gare.

৬.২ গবেষণা প্রস্তাব (Research Proposal) প্রকল্প আকারে উপস্থাপন করতে হবে। প্রস্তাবের সাথে গবেষণার মেয়াদ, গবেষণা টীমের পরিচিতি এবং যোগ্যতা, গবেষণার উপযোগিতা, প্রাসঙ্গিকতা, লক্ষ্য এবং কর্মপরিকল্পনা (Work Plan) প্রদান করতে হবে;

৬.৩ গবেষণা প্রস্তাবের সাথে গবেষণার ব্যয় প্রাক্কলন (Expenditure Plan) প্রদান করতে হবে;

৬.৪ গবেষক টীমের সদস্যবৃন্দ একাধিক বিভাগ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যৌথভাবে গবেষণা কাজ বাস্তবায়নকল্পে সহায়তার আবেদন করতে পারবে;

৬.৫ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা দেশীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণা সহযোগী হতে পারবে;

৬.৬ গবেষণা প্রস্তাবসমূহের প্রাথমিক যাচাই-বাছাই এবং একাডেমিক গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণের জন্য একটি প্রাথমিক বাছাই কমিটি থাকবে;

৬.৭ উপযুক্ত প্রকল্প বাছাইয়ের জন্য প্রাথমিক বাছাই কমিটি বছরে ন্যূনতম ৬টি সভা করবে।

৭.০ প্রাথমিক বাছাই কমিটি

৭.১ বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃত জাতীয় পর্যায়ের কোন ব্যক্তিত্ব- চেয়ারম্যান;

৭.২ উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক – সদস্য;

৭.৩ উপাচার্য, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক – সদস্য;

৭.৪ সরকার কতৃক মনোনীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক- সদস্য;

৭.৫ উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন প্রতিনিধি (অধ্যাপকের নীচে নয়) – সদস্য;

৭.৬ উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন প্রতিনিধি (অধ্যাপকের নীচে নয়) – সদস্য;

৭.৭ উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন প্রতিনিধি (অধ্যাপকের নীচে নয়) – সদস্য;

৭.৮ উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন প্রতিনিধি (অধ্যাপকের নীচে নয়) – সদস্য;

৭.৯ উপাচার্য, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন প্রতিনিধি (অধ্যাপকের নীচে নয়) – সদস্য;

৭.১০ উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন প্রতিনিধি (অধ্যাপকের নীচে নয়) – সদস্য;

৭.১১ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের একজন অধ্যাপক –সদস্য;

৭.১২ যুগ্ম-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সদস্য;

৭.১৩ পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা-সদস্য সচিব।

৮.০ প্রাথমিক বাছাই কমিটির কার্য পরিধি

৮.১ গবেষণার প্রস্তাবিত সাত অধিক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞের মতামত সংগ্রহ করা;

৮.২ প্রাথমিক বাছাই কমিটি প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত গবেষণা প্রস্তাবসমূহের উপর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অথবা বিশেষজ্ঞের নিকট হতে গবেষণা প্রস্তাবের মৌলিকত্ব, প্রায়োগিক উপযোগিতা, গবেষণা পরিচালনার সুবিধা-অসুবিধা, গবেষণা প্রস্তাবের মান বা কমিটমেন্ট এবং দুর্বলতা (যদি থাকে), গবেষণার সাফল্য সম্ভাবনা সম্পর্কে রেটিং প্রদান করবে যাতে সহায়তা প্রদানের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন বা সহায়তা প্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়;

৮.৩ প্রাথমিক বাছাই কমিটির রেটিং-কে বাছাই এর জন্য অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ষ্টিয়ারিং কমিটি গ্রহণ করবে;

৮.৪ রিভিউয়ারদের একটি হালনাগাদ ডাটাবেজ তৈরি করা;

৮.৫ রেটিং ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন নিশ্চিত করা;

৮.৬ গবেষণা প্রস্তাব এবং সমাপ্ত গবেষণা ফলাফল সম্পর্কে ওয়ার্কশপ/ কনফারেন্স আয়োজন করা;

৮.৭ প্রাথমিক বাছাই কমিটি প্রতি দুই মাস পর পর একটি সভা করবে। সভাপতির নির্দেশে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সভা করা যাবে;

৮.৮ গৃহীত প্রকল্পের গবেষণা কাজের অগ্রগতি মনিটরিং করা এবং মনিটরিং প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলের উদ্দেশ্যে কমিটির সচিবের নিকট দাখিল করা;

৮.৯ গবেষণা কাজের সমাপ্তিতে গবেষকের নিকট হতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করা।

৯.০ কর্মসূচি বাস্তবায়ন

৯.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি সামগ্রিকভাবে এই গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে।

১০.০ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

১০.১ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় - চেয়ারম্যান ;

১০.২ চেয়ারম্যান, প্রাথমিক বাছাই কমিটি – সদস্য;

১০.৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় উইং প্রধান-সদস্য সচিব;

১০.৪ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন – সদস্য;

১০.৫ ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য ;

১০.৬ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (অধ্যাপকের নীচে নয়) – সদস্য;

১০.৭ প্রতিনিধি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (অধ্যাপকের নীচে নয়) - সদস্য ;

১০.৮ প্রতিনিধি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (অধ্যাপকের নীচে নয়) - সদস্য ;

১০.৯ প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনোনীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (অধ্যাপকের নীচে নয়) - সদস্য ;

১০.১০ প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনোনীত বেসরকারি মেডিক্যাল/প্রকৌশল কলেজ (অধ্যাপকের নীচে নয়) - সদস্য ;

১০.১১ প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ - সদস্য ;

১০.১২ পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) - সদস্য ।

১১.০ স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধি

১১.১ শিক্ষা খাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির চূড়ান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন বা পরিমার্জন এবং কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও সার্বিক মূল্যায়ন;

১১.২ প্রাথমিক বাছাই কমিটি গঠন এবং কমিটির রিপোর্ট প্রদানের মেয়াদ ও দায়িত্ব নির্ধারণ;

১১.৩ প্রাথমিক বাছাই কমিটি থেকে রেটিং ও মন্তব্যসহ প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনা ও অনুমোদন;

১১.৪ গবেষণা প্রস্তাবের ব্যয় প্রাক্কলন পরীক্ষা, আবশ্যকীয় সহায়তার পরিমাণ নিরূপণ এবং বরাদ্দ ছাড়ের কাঠামো (সময় ও অর্থ ছাড়ের পদ্ধতি) নির্ধারণ;

১১.৫ গবেষণা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদন ফরম প্রণয়ন;

১১.৬ গবেষণা সহায়তা প্রদান বিষয়ক চুক্তিনামা প্রণয়ন;

১১.৭ গবেষণা সহায়তার জন্য মনোনীত গবেষক/ গবেষক টীমের সাথে সহায়তা চুক্তি সম্পাদন;

১১.১০ গবেষণা অগ্রগতি পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

১১.১১ প্রয়োজন সাপেক্ষে সহায়তা প্রদান স্থগিত করা বা সহায়তার পরিমাণ পুণঃনির্ধারণ;

১১.১২ প্রদত্ত সহায়তার অর্থ ব্যবহার সংক্রান্ত কাজের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা পরিচালনা এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন মূল্যায়ন;

১১.১৩ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নীতিমালা অনুযায়ী মুখ্য গবেষক, সহ গবেষক এবং গবেষণা সহকারীদের সম্মানীভাতা অনুমোদন;

১১.১৪ গবেষণা প্রস্তাব যাচাই-বাছাই বা চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬ বার সভা আহবান ।

১২.০ গবেষণা সহায়তা প্রদান নীতি

১২.১ গবেষণা সহায়তা বরাদ্দ সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতামূলক রেটিং এবং যাচাইকৃত ব্যয় প্রাক্কলন এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে;

১২.২ সহায়তা বরাদ্দ পূর্ব নির্ধারিত কিস্তি এবং কিস্তি মেয়াদ অনুসারে বিতরণ করা হবে;

১২.৩ গবেষণা অগ্রগতি সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হলে অর্থ প্রদান স্থগিতকরণ, পুণঃতফসিলীকরণ করা যাবে বা বরাদ্দের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করা যাবে;

১২.৪ যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া গবেষণার ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন করা হলে গবেষণা সহায়তা স্থগিত বা বাতিল করা যাবে;

১২.৫ সহায়তার অর্থ গবেষণা উপকরণ সংগ্রহ, গবেষক সম্মানী, গবেষণা বৃত্তি, দেশী-বিদেশী গবেষণা সফর, গবেষণা জরীপ ব্যয়, গবেষণা সেমিনার, গবেষণা প্রকাশনা এবং গবেষণা ল্যাবরেটরী স্থাপন কাজে ব্যয় করা যাবে;

১২.৬ স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গবেষণা শেষে গবেষণা পরিচালনার স্থল বা প্রতিষ্ঠান/বিভাগ গবেষণার জন্য ক্রয়কৃত উপকরণাদি প্রাপ্তির বিষয়ে অগ্রাধিকার পাবে;

১২.৭ মৌলিক গবেষণা এবং ফলিত বা প্রায়োগিক গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

১২.৮ গবেষণা সহায়তার অর্থ নিছক নির্মাণ কাজ বা পূর্ত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা যাবে না;

১২.৯ গবেষণা কর্মে স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্প উদ্যোক্তা, সমাজ হিতৈষীদের গবেষণা সহযোগিতা বা অনুদান গ্রহণ করা যাবে;

১২.১০ গবেষণার ফলাফল যথাসময়ে পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে;

১২.১১ গবেষণা সম্পন্ন করার মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ বছর হতে পারে;

১২.১২ গবেষণা কর্মসূচির আওতায় কোন প্রকার পদসৃজন বা নিয়োগ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারিগরি সহায়তা, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন হলে চুক্তিভিত্তিক জনবল কাজ করতে পারবে। তবে এরূপ নিয়োজিত জনবল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের কর্মচারী বলে গণ্য হবেন না;

১২.১৩ গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল প্রতিবেদনাকারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করা হবে;

১২.১৪ উন্নতমানের গবেষণা প্রবন্ধ সমন্বয়ে গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করা যেতে পারে;

১২.১৫ গবেষণা প্রতিবেদন সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কাছে সরবরাহ করা যেতে পারে;

১২.১৬ প্রকল্পের জন্য ছাড়কৃত অর্থ সরকারি অর্থবিধি অনুসারে ব্যয়/সমন্বয় করা হবে;

১২.১৭ ৩০ জুনের মধ্যে ছাড়কৃত অর্থের ব্যয় বিবরণী (ভাউচারসহ) ব্যানবেইস/মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

১৩.০ গবেষণা মুল্যায়ন

১৩.১ প্রতি বছর প্রাথমিক বাছাই কমিটি গবেষণা সহায়তা ব্যবহারকারীদের কাযক্রম আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন করবে ও প্রতিবেদন তৈরী করবে। গবেষণা ফলাফলের প্রায়োগিক ব্যবহার সম্পর্কে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারকে অবহিত করবে;

১৩.২ প্রতি বছর সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গবেষণা কর্ম হিসেবে নির্বাচিত গবেষক/গবেষক টীমকে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি পুরষ্কারের জন্য নির্বাচন করবে;

১৩.৩ প্রাথমিক বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সমাপ্ত গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সংকলন হিসেবে একটি প্রকাশনা প্রকাশ করা হবে। এতদুদ্দেশ্যে নিম্নরুপ একটি সম্পাদকীয় কমিটি থাকবে:

১. সভাপতি : চেয়ারম্যান প্রাথমিক বাছাই কমিটি;
২. সদস্য : অতিরিক্ত সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
৩. সদস্য : সদস্য প্রাথমিক বাছাই কমিটি;
৪. সদস্য : প্রাথমিক বাছাই কমিটি;
৫. সদস্য : প্রাথমিক বাছাই কমিটি;
৬. সদস্য সচিব: পরিচালক, ব্যানবেইস।

১৪.০ গবেষণা ও বরাদ্দ

১৪.১ প্রতি বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের সচিবালয় অংশে শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা ব্যয় খাতে বরাদ্দ থাকবে। এ ব্যাপারে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব উপস্থাপন করবে। মুখ্য গবেষক ও সহ গবেষকের সম্মানীর বিষয়ে প্রাথমিক বাছাই কমিটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করবেন;

১৪.২ এই নীতিমালার আওতায় কোন গবেষণা প্রকল্পের ক্ষেত্রে পিএইচ.ডি. এম.ফিল. ও মাস্টার্স- এ অধ্যয়নরত ছাত্রদের গবেষণা সহকারী হিসাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে। প্রাথমিক বাছাই কমিটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের জন্য উক্ত আর্থিক সহায়তা প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

১৫.০ কর্মসূচির আনুষজিক ব্যয় নির্বাহ

১৫.১ প্রাথমিক বাছাই কমিটি ও জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, দেশি- বিদেশি বিশেষ রেফারীগণের সম্মানী , ওয়ার্কসপ/ কনফারেন্স এবং কর্মসূচির অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষজিক ব্যয় বর্ণিত গবেষণা ব্যয় বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হবে। এ ব্যাপারে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি বছরের শুরুতেই সম্ভাব্য বাজেট প্রণয়ন করবে।

১৬.০ অন্যান্য শর্ত

১৬.১ এ গবেষণা সহায়তার আওতায় পরিচালিত গবেষণা কোন গবেষণা সাময়িকী অথবা অন্য কোন প্রকাশনায় প্রকাশের সময় ''এ গবেষণা সরকারি আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়েছে'' মর্মে ঘোষণা প্রদান করতে হবে

১৬.২ গবেষকগণ গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রতিবেদন আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন। একইসাথে তাঁরা এ ফলাফল প্রায়োগিক কাজে ব্যবহার করতে পারবে মর্মে মন্ত্রণালয়কে প্রাধিকার অর্পণ করবেন।